|| শ্রীহরি ||
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদগুরুম্।।

|| শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 2: সাংখ্যযোগ

4/5 (শ্লোক 42-53), রবিবার, 20 নভেম্বর 2022

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ মাননীয় শ্রীনিবাস বর্ণেকর মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/M1Oicl-49Ic

সমত্ব বুদ্ধি এবং কর্মযোগ দ্বারা সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তি

মোক্ষদায়িনী একাদশীর শুভ দিনে প্রার্থনা, গুরু বন্দনা ও দেশভক্তির সংকল্প নিয়ে দীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের বিবেচন সত্র শুরু হয়। অবসাদগ্রস্থ, হতাশাগ্রস্ত, অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে মাটিতে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবানের সামনে বসে পড়েন। তার মনে একটা ভয় ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি কৃষ্ণের শরণে আশ্রয় নেন।

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।২.০৭

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের মূল তত্ত্বের কথা বললেন। আত্মা সম্পর্কে ভগবান বলেছেন যে এটি চিরন্তন, অবিনশ্বর, একে হত্যা করা যায় না বা জ্বালানোও যায় না, মনুষ্যের দেহ মারা যায়, যার জন্য শোক করা উচিত নয়। পরের অধ্যায়ে, ভগবান আত্মার পরিচয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে "সূচী অধ্যায়" বলা হয়, কারণ এতে সংক্ষেপে সমগ্র গীতার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ পর্যন্ত সাংখ্য যোগের সারমর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এরপর ভগবান কর্মযোগের কথা বলবেন। এটি এমন একটি যোগ যার অনুশীলন কারো ক্ষতি করে না এবং এ বৃথাও যায় না।

বৃত্তিমূলক বুদ্ধি বা স্থিরবুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ, যার সাহায্যে পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত করা যায়। এটি কেবল মানুষ্য যোনিতেই সম্ভব কারণ একমাত্র মানুষই এমন একটি প্রাণী যার চিন্তা করার বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ সৎকর্ম করার ক্ষমতা তার আছে, অন্যথায় সে তো এক পশুর মতো।

"ধর্মেণহীন: পশুভি: সমান:"

ধর্ম বা কর্তব্য কিভাবে পালন করলে ভগবদ প্রাপ্তি করা যাবে ?

2.42

য়ামিমাং(ম্) পুষ্পিতাং(ম্) বাচং(ম্), প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ(ফ্) পার্থ, নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥42॥

2.43

কামাত্মানঃ(স্) স্বর্গপরা, জন্মকর্মফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং(ম্), ভোগৈশ্বর্যগতিং(ম্) প্রতি॥43॥

2.44

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং(ন্),তয়াপহৃতচেতসাম্
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ(স্), সমাধৌ ন বিধীয়তে॥44॥

হে পার্থ ! যারা ভোগে আসক্তচিত্ত, কর্মফল প্রশংসাকারী বেদবাক্যেই যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাদের বুদ্ধিতে স্বর্গই পরমপ্রাপ্য বস্তু এবং যারা বলে থাকেন যে, স্বর্গ হতে বড় আর কিছুই নেই–এইরূপ অবিবেকিগণ যে পুষ্পিত অর্থাৎ আপাত-মনোহর বাক্য বলেন, যা জন্মরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগ তথা ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ার বর্ণনা করে, সেইসকল বাক্য দ্বারা যাদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হয়, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা শুদ্ধা বুদ্ধি হতে পারে না। ৪২-৪৪

বিবেচন: যাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চল ভক্তি থাকে, তারাই কেবল তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকে। তারা ধর্মশীল হয় এবং পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে অবিচল থাকে। যাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে বা যারা বিবেকবর্জিত, তাদের কি হবে?

অবিপশ্চিত: অর্থাৎ যারা অস্থিরচিত্ত, যারা অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। কেন এমন হয় ? মন যখন সুন্দর কথার জালে জড়িয়ে যায় এবং তাকেই সত্য ভেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

বেদ শাস্ত্রে সুখ প্রাপ্তির অনেক উপায় বলা হয়েছে, কি করলে স্বর্গের সুখ পাওয়া যায়? একজন বিবেকহীন ব্যক্তি এটিকেই সবচেয়ে বড় সুখ বলে মনে করে এবং এর বন্ধনে আটকে যায়। বেদ আমাদের মা এবং একজন মা যেমন সর্বদা তার সন্তানের মঙ্গলকামনা করেন, সেইপ্রকার বেদও আমাদের কল্যাণ চায়, কিন্তু একজন মানুষ যদি তার মায়ের প্রতি ভালবাসায় আটকে যায় তবে সে সন্তানই থেকে যাবে, উন্নতি কীভাবে করবে? মায়ের সাথে আমাদের তো থাকতে হবে, কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শুধু সুখে ডুবে থাকলে হবে না, সুখের অধীন হয়ে আমরা কীভাবে নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই, তা একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যাবে।

গ্রীষ্মে পরীক্ষার সময় দুই বন্ধু একসাথে পড়াশোনা করে, তাদের একজনের বাড়িতে রুম কুলার আছে, তবুও সে ছাদের ঘরে গরমের মধ্যে বসে পড়াশোনা করে কারণ কুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় সে ঘুমিয়ে পড়লে সে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

বেদে অনেক প্রকার ক্রিয়ার বিবরণ আছে, যা সম্পন্ন করলে স্বর্গের সুখও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরমাত্মা তত্ত্ব পাওয়া সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে বেদ ভুল। বেদ ভুল নয়, আমাদের এর তাৎপর্য বুঝতে হবে এবং স্থিরবুদ্ধি

হয়ে কাজ করতে হবে। এখানে ভগবান অর্জুনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন যে বেদকে রক্ষা করতে হবে, এর পালন করতে হবে এবং এর যা নিহিত আছে, তা আমাদের নিজের আচরণে প্রয়োগ করতে হবে, কতদিন তুমি মায়ের আঁচলের নীচে থাকবে? আর কতকাল সুখের সমুদ্রে ডুবে থাকবে? পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধিকে বিস্মৃত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

2.45

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো, নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥45॥

হে অর্জুন! বেদ পূর্বোক্ত ভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক : সুতরাং তুমি ঐসব ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তি বর্জিত হও, হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ববহিত ও নিত্যবস্তুতে (পরমাত্মাতে) স্থিত হও এবং যোগ(১)-ক্ষেমের(২) আকাঙ্ক্ষাহীন তথা আত্মপরায়ন হও। ৪৫

বিবেচন: বেদ আমাদের শেখায় যে সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণের প্রভাবের মধ্যে থেকেও কিভাবে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি করা যায়। এই অধ্যায়ে মূল বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনটি গুণের ক্রিয়া কীভাবে চলে? চতুর্দশ অধ্যায়ে এটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং গুণাতীতের বৈশিষ্ট্যও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে । পরম তত্ত্বকে প্রাপ্ত করতে হলে গুণাতীত হওয়া আবশ্যক। গুণাতীত জাগতিক ভোগ বাসনাকে অতিক্রমণ করে সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় বা শীত-উষ্ণ থেকে সে প্রভাবিত হয় না। সর্বদা পরমতত্ত্বকে হৃদয়ে সমাহিত করার সাধনা করে যেতে হবে, চিন্তন করতে হবে কারণ এটিই মহত্তম লক্ষ্য।

নির্যোগ ক্ষেম: যোগক্ষেমের চিন্তা ত্যাগ করে আমরা যখন পরমাত্মা তত্ত্বের পথে চলি তখন আমাদের চিন্তা স্বয়ং ভগবান করবেন, নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন- "**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**"।

যোগ মানে অপ্রাপ্যকে প্রাপ্ত করা এবং ক্ষেম মানে যা অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করা।

যে ব্যক্তি ভাড়া বাড়িতে থাকে, সে তার নিজস্ব বাড়ি বানাবার আশা রাখে, এ হলো যোগ। তার সেই বাড়ি যেন টেকসই হয় যাতে সেই বাড়ি দীর্ঘকাল মজবুত থাকে, বাড়ির দেখাশুনো করা হলো ক্ষেম। গুণাতীত এসব অতিক্রম করেছেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, যাঁর ইন্দ্রিয় এবং ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আত্মসংযম করার জন্য জ্ঞান প্রদান করে ব্যাখ্যা করবেন যে, কীভাবে একজন মানুষ জিতেন্দ্রিয় হতে পারেন, আত্মবান হয়ে উঠতে পারবেন। প্রকৃতির তিনটি গুণের চিন্তন ত্যাগ করে, আমাদের সাক্ষীভাব নিয়ে দেখতে হবে এবং শিখতে হবে যে কোন গুণটি কার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

"বেদঃ সর্ব হিতার্থায় " জ্ঞানীরা সকলের কল্যাণের জন্য বেদের প্রয়োগ করেন এবং যিনি সকলের কল্যাণ কামনা করেন তাকে যোগী বলা হয়।

2.46

য়াবানর্থ উদপানে, সর্বতঃ(স্) সম্প্লুতোদকে
তাবান্সর্বেষু বেদেষু, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥46॥

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যেটুকু প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে ৪৬

বিবেচন: বিজানত - যিনি বিশেষভাবে ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করেন। **ব্রাহ্মণ -** যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্ম জ্ঞানী।

যেমন, কোনো বড় জলাশয়ের ধারে বা গঙ্গার তীরে বসে কেউ তার বাড়ির জলের নল বা জলের কোনও ছোট উৎসের কথাও চিন্তাও করে না, কারণ তিনি জলের মহাস্রোতের খোঁজ পেয়ে গেছেন। একইভাবে একজন পরম জ্ঞানী বেদের উপযোগ অন্যের কল্যাণের জন্য করেন। তিনি ছোট ছোট আনন্দপ্রাপ্তির অহেতুক কামনা করেন না এবং তিনি এসব দ্বারা প্রভাবিতও হন না। সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তির পর, তার নিজের জন্য বেদের প্রয়োজন নেই, তিনি নিজের জন্য কিছু চান না, তার অভীষ্ট কেবল পরমার্থ।

2.47

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফলহেতুর্ভূ:(র্), মা তে সঙ্গোऽস্ত্বকর্মণি॥47॥

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব তুমি কর্ম-ফলের হেতু হয়ো না আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

বিবেচন:এটি ভগবদ্গীতার মুখ্য শ্লোক। যার মধ্যে ভগবদ্গীতার সারমর্ম রয়েছে। এই শ্লোকটিকে সম্পূর্ণরূপে না পড়ে এবং না বুঝে, একটি মাত্র পংক্তি পড়ে এর ভুল ব্যাখ্যা করা হয়।

এর চারটি চরণে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে:-

1. **কর্মণি এব তে অধিকার**: আমাদের শুধুমাত্র কাজ করার অধিকার বা ক্ষমতা আছে। কর্মের পরিমাণের ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই।

2. মা ফলেষু কদাচন -- **আমাদের ফলের প্রত্যাশা করার অধিকার নেই। কর্ম করলে অবশ্যই ফল পাওয়া যায়। আমাদের কর্ম কখন এবং কতখানি করতে হবে তার ওপরও কোনো অধিকার আমাদের নেই।** মন, বুদ্ধি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আমরা কর্ম তো করতে পারি, কিন্তু কর্মফল আমাদের বশে থাকে না। যদি ফলই না পাওয়া যায়, তাহলে কাজ করার প্রেরণা কি করে আসবে?

3. মা কর্ম ফল হেতুর্ভু - আমরা যদি কাজই না করি তাহলে ফল পাওয়ার আশা করাই বৃথা, সুতরাং, আমাদের ফলের আশা না রেখেই কাজ করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে আপনি চাকরি করুন বা ব্যবসাই করুন, তাতে যা আয় হবে বা যে সুখ আপনি প্রাপ্ত করবেন, সেটি ত্যাগ করে দেওয়া উচিত, তবে এটাও ঠিক যে এর আশা করে আপনার কাজ করা উচিত নয়।

যেমন, একটি বালক কোন সাহায্য ছাড়াই তার পড়াশোনা করে, জ্ঞান অর্জন করাই তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, সে কোন লোভের জন্য পড়াশোনা করে না বরং সে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পড়াশোনা করে। অন্যদিকে, অন্য একটি বালক পড়াশুনা করতে বসে না যতক্ষণ না তার মা তাকে চকোলেট বা আইসক্রিম দিয়ে তাকে পড়ার জন্য প্রলুব্ধ করেন। সেই বালকটি প্রলোভনে পড়েই লেখাপড়া করে। ফল পাব না বলে কি আমাদের কাজই করা উচিত নয়?

4. মা তে সংগোস্ত্ব কর্মণি -- না, অকর্মণ্য হয়ে থাকা ঠিক নয়। আমাদের অভীষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা হওয়া উচিত, জ্ঞানের মর্ম বুঝে তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, আমরা এইরকম ফলের আশা করতে পারি। কিন্তু আমরা যদি স্বার্থপরের ন্যায় সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য সুখ কামনা করি, সেটা ঠিক হবে না।

বিপ্লবী বীর সাভরকর একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, লেখক এবং কবিও ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে তার পড়াশুনা যদি দেশের কোনো উপকারে না লাগে তবে তা বৃথা। দেশকে স্বাধীন করা এবং দেশের নাম উঁচু করারই তার মনের সর্বপ্রথম ইচ্ছা ছিল ।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ভবেৎ।।
সকলের কল্যাণ হোক, সাধু মহাত্মাগণের এই অভীষ্টই হওয়া উচিত।

শুধুমাত্র নিজের কল্যাণ চাওয়া হলো, একটি সংকীর্ণ ফলের প্রত্যাশা করা, কিন্তু ফল যখন প্রসারিত করা হয়, তখন এটি "আমি"-র উপরে উঠে যায় এবং অভীষ্টে পরিণত হয়। আত্মকেন্দ্রিক
(ego centric) হওয়া উচিত নয় কারণ স্বার্থপর মানুষ অভীষ্ট প্রাপ্ত করতে পারে না তাই আমাদের পরোপকারী (geo centric) হওয়া উচিত।

Ego এবং Geo তে একই অক্ষর আছে, কিন্তু Ego হল স্বার্থপরতার সূচক এবং এর বিপরীত Geo হল পরমার্থের সূচক।

2.48

যোগস্থঃ(খ্) কুরু কর্মাণি, সঙ্গং(ন্) ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ(স্) সমো ভূত্বা, সমত্বং(ম্) যোগ উচ্যতে॥48॥

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন থেকে যোগস্থ হয়ে সকল কর্ম করো। এই সমত্ব(১)-কেই যোগ বলা হয়। ৪৮

বিবেচন: যোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। গীতা হল যোগশাস্ত্র, যোগের সারমর্ম।

যোগস্থ- যোগের মধ্যে স্থিত হয়ে, পরমাত্মার সাথে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়া, ভারত মাতাকে বিশ্বগুরুর স্থানে উপস্থাপন করা, তাকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, আমাদের অভীষ্ট হওয়া উচিত। কর্তব্য করে যেতে হবে। এর প্রাপ্তি কবে হবে তা নিয়ে চিন্তন করা উচিত নয়। এই কাজ কি শেষ করা যাবে ? আমাদের এসব কথা না ভেবে শুধু কাজ করে যেতে হবে।

বিপ্লবী সর্দার ভগৎ সিংকে যখন ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন- যতবারই ফাঁসি দেওয়া হোক না কেন, তিনি প্রতিবারই জন্ম নেবেন এবং ভারত মাতার মুক্তির জন্য লড়তে থাকবেন, কারণ তখন ভারতের স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। যোগ অর্থাৎ সমত্ব, সমভাবে স্থিত থাকা। ফুলের কোমল স্পর্শই হোক বা কাঁটা বিঁধে যাওয়ার যন্ত্রণা হলেও, পাহাড় রূপী বাধা এলে বা পাথরের বৃষ্টি হলেও, প্রতিনিয়ত কর্তব্যরত থাকাকেই যোগ বলে।

समत्व चित्ताचें, ये च सार मानवावे

সাধক জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন, লাভ-ক্ষতির চিন্তা না করে কাজ করে যেতে হবে, তাতেই আনন্দ প্রাপ্ত করতে হবে। মা যখন ভালো খাবার রান্না করেন, তখন তিনি সেই কাজ করেই আনন্দ ও তৃপ্তি পান। কর্মকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা নয়, কর্ম করে সুখ প্রাপ্ত করাই প্রকৃত সমাধি, প্রকৃত যোগ।

2.49

দূরেণ হ্যবরং(ঙ্) কর্ম, বুদ্ধিয়োগাদ্ধনঞ্জয়
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ, কৃপণাঃ(ফ্) ফলহেতবঃ॥49॥

এই সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম-কর্ম নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই, হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমত্ববুদ্ধি যোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ কর্ম করে, তারা অত্যন্ত দীন। ৪৯

বিবেচন: সমত্ববুদ্ধির বিনা ফলের প্রত্যাশা নিয়ে কর্ম করার মনোভাব নিম্নস্তরের পরিচায়ক। এখানে মনে রাখতে হবে যে কোনো কর্মই ছোটো নয়, যোগের বুদ্ধি ত্যাগ করে নিজের কামনা-আকাঙ্ক্ষার জন্য করা কর্ম, নিম্নস্তরের হয়। ফলের আশায় যে কাজ করে সে যেন একজন ভিখারি, দরিদ্র। প্রতিটি মানুষের কর্ম এবং ধর্ম বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়। অর্জুনের মধ্যে দ্বিধা ছিল যে তিনি কোন কর্মের পথটি বেছে নেবেন। নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নিজের কর্তব্য নাকি দেশের স্বার্থে নিজের কর্তব্য? স্বভাবতই দেশের জন্য নিজের কর্তব্য বেছে নেওয়াই উত্তম, অর্জুনের এই দ্বিধা দূর করতে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে ভগবান জ্ঞান প্রদান করেছেন। বড়ো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেও কর্ম করা উচিত। এমন সময়ে সমত্ব বুদ্ধির শরণ নেওয়া উচিত। সমত্ব বুদ্ধি থেকে আমরা কী পাব? পরবর্তী শ্লোকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

2.50

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ, উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ(খ্) কর্মসু কৌশলম্ ॥50॥

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ এবং পুণ্য দুই-ই পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি হতে মুক্তিলাভ করেন। তাই তুমি সমত্বরূপ যোগের আশ্রয় নাও ; এই সমত্বরূপ যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হবার উপায়। ৫০

বিবেচন: সমত্ব বুদ্ধি মানে কর্ম যোগকে অনুসরণ করা। এই ধরনের ব্যক্তি তার সৎকর্ম এবং দুষ্কর্ম, উভয়কেই ত্যাগ করে, অর্থাৎ সে তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য কাজ করা এবং সেই কর্ম সম্পাদিত করে বিস্মৃত হয়ে যাওয়া, এইরূপ সমর্পিত মনে সৎকর্মের মনোভাব নিয়ে কর্ম করা। এতে করে আমরা পাপ-পুণ্য থেকে মুক্তি পাই এবং এই ভাবেই আমরা বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আমরা যখন আমাদের সঞ্চিত পুঁজির হিসাব রাখি, সেখানে টাকা জমার পাশাপাশি খরচেরও হিসেবে লেখা হয়। জমাকৃত অর্থ থেকে খরচ বাদ দিয়ে লাভ-ক্ষতি জানতে পারি এবং এভাবেই আমাদের হিসাব চলতে থাকে। পাপ ও পুণ্যের হিসাব কিছুটা আলাদা। আমরা যত ভালো কাজ করেছি তার হিসাব আমাদের পুণ্যের পুঁথিতে চলে যায় এবং আমাদের পূর্বের পুণ্যগুলোও সেখানে জমা হয়, আমাদের তা ভোগ করতে হয়। একইভাবে, আমাদের দুষ্কর্মগুলি পাপের খাতায় জমা হয়ে যায় এবং আমাদের তা ভোগ করতে হয়। সৎকর্ম করতে গিয়ে যদি কোনো দোষ বা ভুল হয়ে যায়, তাহলে সেগুলিও পাপের খাতায় জমা হয়ে যায়। আমরা যেমন সঞ্চয় থেকে খরচ কমাতে পারি, তেমনি কিন্তু পুণ্য থেকে পাপ কমাতে পারি না, এই দুটোই আমাদের ভোগ করতে হয়, পুণ্য বেশি হলে পাপ কমে না, তা ভোগ করতে হলে আবার জন্ম নিতে হয় এবং পুনঃ কর্ম করতেই হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের মাধ্যমে এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিষ্কাম কর্ম করে ভুলে যেতে হয়। তাহলে পাপ-পুণ্যের কোনো হিসেব থাকে না এবং মুক্তি লাভ হয়। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলে কর্মযোগ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং, নিজের কর্ম করুন। এটাই মুক্তির একমাত্র সরল উপায়, এটিই কাজ করার কুশলতা। কিন্তু চুরি করার ক্ষেত্রে চোরের যে দক্ষতা, তা কখনোই কর্ম যোগ হতে পারে না কারণ এটি নিষ্কাম কর্ম নয়। কর্ম সম্পাদনের সময়ে যোগের চিন্তন করা এবং নিজের অভীষ্ট স্মরণে রাখাই হলো কর্ম কুশলতা।

2.51

কর্মজং(ম্) বুদ্ধিযুক্তা হি, ফলং(ন্) ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ(ফ্), পদং(ঙ্) গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥51॥

কারণ সমবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পরমপদ লাভ

করেন। ৫১

বিবেচন: ফলের চিন্তা ত্যাগ করে কর্তব্যভাব নিয়ে কর্ম কর। ঋষিগণ কর্মযোগে যুক্ত হয়ে ফল ত্যাগ করেন। ত্যাগ মানেই সবকিছু ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং ফলের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, এটি একটি অন্তহীন চক্র। মানুষ এটা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু এমন নয়। এই দেহে বাস করেও কর্মফল ত্যাগ করে মুক্ত হওয়া যায়। পরমার্থ প্রাপ্ত করে যখন লক্ষ্যে পরিণত হয়ে যায়, তখন সুখ-দুঃখ বা অন্য কোনো সংকটের পরিণামের চিন্তা থাকে না এবং তখন নির্ভয়ে পরমাত্মা তত্ত্ব প্রাপ্ত করা যায়। এটি পরমতত্ত্ব একমাত্র মনুষ্যই অনুভব করতে পারে ও প্রয়োগ করতে পারে। এই জ্ঞানই ভগবান নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ রূপে বলেছেন।

2.52

য়দা তে মোহকলিলং(ম্), বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি
তদা গন্তাসি নির্বেদং(ম্), শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥52॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে। ৫২

বিবেচন: মোহরূপী অন্ধকারকে অতিক্রম করতে হলে ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। কর্তব্য পালন দ্বারাই দৈব অভীষ্ট প্রাপ্ত করা সম্ভব। কোন কাজ করে কতখানি সুখপ্রাপ্তি হবে, সুখপ্রাপ্তি কখন হবে ? স্বর্গের সুখ কেমন হয়, তা কি পাওয়া যাবে? কিভাবে? এই সমস্ত চিন্তা থেকেই মোহ উৎপন্ন হয়, যার পাঁকে আমরা আটকা পড়ে যেতে থাকি।কর্তব্য পালনের দ্বারাই এসবের প্রতি বৈরাগ্যভাব দেখা দেয়। বৈরাগ্য কি? বৈরাগ্য মানেই সবকিছু ত্যাগ করা নয়, এই কথায় ভয় পাওয়া অনাবশ্যক। যারা বৈরাগী, তারা বর্তমান সময়ে বাস করেন। বর্তমান সময়ে থেকে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে, সুখ অনুভব করে কিন্তু সুখের অনুভূতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেলে না, তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভ্রান্ত হয় না। তারা সমত্ব ভাব প্রাপ্ত করে।

2.53

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে, য়দা স্থাস্যতি নিশ্চলা
সমাধাবচলা বুদ্ধি:(স্),তদা যোগমবাপ্স্যসি॥53॥"

নানা কথার দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মায় অটল ও স্থির হবে , তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে। ৫৩

বিবেচন: এইভাবে সমাধি বা সমত্বভাব প্রাপ্ত করলে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না এবং যোগসাধনা হয়। বুদ্ধি ও মন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তাহলে সচ্চিদানন্দের প্রাপ্তি অনুভব করা যাবে, এটাই মোক্ষলাভ। এটা শুধুমাত্র জীবিত অবস্থায় অনুভব করা যায়। বৈরাগ্য হল মনের অবস্থা যখন কোন প্রকার চিন্তা নেই। মন যখন আসক্তিতে আটকে যায় তখন দুঃখ হয় বা অভিজ্ঞতা ভালো হলে মনে রাখলে অপার সুখ পাওয়া যায়।

এক শহরে একজন কীর্তনকার কীর্তন করছেন, অনুষ্ঠানের পর অত্যন্ত সুস্বাদু খাবারেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

তার গানে মুগ্ধ হয়ে পরের বছর তাকে আবার একই শহরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যখন তারা তাদের সহকর্মীদের সাথে সেই শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাদের একজনের মনে পড়ল সুন্দর কীর্তন আর অন্যজনের মনে পড়ল সুস্বাদু খাবার কারণ তার মন খাবারে আটকে গেল। এই যে খাবারের প্রতি আসক্তি এখন সে একই খাবার পেলে সুখী নাহলে দুঃখ পায়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের মন যা বিক্ষিপ্ত, তাকে ভারসাম্যের দিকে নিয়ে আসা, স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন।

দুঃখে ডুবে যাবে না, সুখের মধ্যে থাকবে না

এখন অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন জেগে উঠলো যে মানুষ এত স্থিরবুদ্ধি নিয়ে বাঁচবে কী করে? একেই কি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে? তাঁর পরিচয় কি? আগামী বিবেচনে এই সব প্রশ্নের নিবারণ করা হবে। এই অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বিবেচন সত্রের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

প্রশ্নকর্তাঃ মিঃ কৃষ্ণ ভট্ট

প্রশ্নঃ তৃপ্তি অনুভব করা যায়, কিন্তু জীবাত্মা কি আনন্দ অনুভব করতে পারে?

উত্তর: সুখের বিপরীত শব্দ দুঃখ, কিন্তু আনন্দের কোনো বিপরীত শব্দ হয় না। যখন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে ভগবানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন সেটিই সচ্চিদানন্দের প্রাপ্তি, যা জ্ঞানীরা অনুভব করতে পারে।

প্রশ্নঃ আশীর্বাদ চাওয়াকে ফলের আশা করা বলা যায় কি ?

উত্তর: বড়দের কাছে আশীর্বাদ চাওয়া আমাদের অধিকার। সমর্পিত ভাব নিয়ে, নতমস্তকে আশীর্বাদ চাওয়া যায়। জীবনরূপী জ্বরের অবস্থায় পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্ত করা দুধের মধ্যে চিনি মেশানোর মতো। এটা বেদ থেকে শেখা যায়। ভগবদ্গীতা বেদান্তের সাথে আছে।

প্রশ্নকর্তা: শ্রী নরেন্দ্র প্রসাদ

প্রশ্ন: তৃতীয় অধ্যায়ে, ঈশ্বর কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন (উনিশ, বাইশ, বাইশ এবং তেইশতম শ্লোক), যে আত্মতৃপ্ত হয়ে পরমাত্মার সাথে একরূপ হয়ে যেতে এবং নিজের কোনো ইচ্ছা ত্যাগ করতে, তাহলে আমাদের কি করা উচিত ? ।

উত্তর: নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই, তবে অন্যের হিতের জন্য তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যখন কারুর সন্তানের বিয়ে হয়ে যায়, তখন সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এর অর্থ এই নয় যে সে তার বন্ধু বা আত্মীয়কে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। স্বয়ং ভগবান, ত্রিভুবনের হয়েও, গোকুলে গোয়ালা রূপে তাঁর নিজের দায়িত্ব পালন করে গরু লালন পালন করেছিলেন এবং মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনের সারথিও হয়েছিলেন, রথের ঘোড়াগুলিরও যত্ন নেন। ভগবানের এই সব করার দরকার ছিল না, কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত যোগী ছিলেন, তাই মানুষের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালনে কোনো ক্ষতি নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ

প্রশ্নঃ আমরা যখন কোন পাপ করি, গুরু তার প্রতিকার বলে দেন, তাহলে কি আমাদের ফল ভোগ করতে হবে না?

উত্তর: পাপ ও পুণ্য পূর্ব কর্মের ফলস্বরূপ হতে পারে, এগুলোকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। বেদে এমন পদ্ধতি আছে যার

দ্বারা তাদের প্রভাব হ্রাস করা যায়।
প্রারব্ধ তিন প্রকারের-

- ধীর প্রারব্ধ
- মধ্যম প্রারব্ধ
- তীব্র প্রারব্ধ

ধীর ও মধ্যম প্রারব্ধের প্রভাব কমানো যায়, কিন্তু তীব্র প্রারব্ধের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যদি প্রারব্ধে (ভাগ্যে) থাকে যে আজ তাকে নির্জলা থাকতে হবে, তবে সে এক ফোঁটা জলও পাবে না, তাই কেউ যদি একাদশীর উপবাস করে, সে আনন্দের সাথে এই প্রারব্ধ ভোগ করবে এবং যে ব্যক্তি বনের মাঝে ঘুরছে, সে ক্ষুধা-পিপাসায় বিমর্ষচিত্তে এই প্রারব্ধ ভোগ করবে, কিন্তু তবুও উভয় ব্যক্তিকেই প্রারব্ধের ভোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

কৃষ্ণ বন্দনার মাধ্যমে আজকের বিবেচন সত্র সমাপ্ত হয়।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||

Sum-Bn-2(4_5)-SW-L4May22-201122/1897/v1/221202-0039